International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 358-365
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.230

ধর্মের আলোকে সমকালীন আন্তর্জাতিক সংঘাতের নৈতিক বিশ্লেষণ: ইরান–ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে

প্রসূন সরদার
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 26.03.2026; Accepted: 29.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper analyzes the ethical dimensions of the contemporary Iran–Israel–United States conflict through the concept of dharma as articulated in the Mahabharata and the Bhagavad Gita. Rather than viewing this conflict merely as a geopolitical or military issue, it is interpreted as a profound moral crisis arising from the tension between svadharma (role-based duty) and sāmānya dharma (universal ethical values such as justice, compassion, and the protection of human life).

Through various characters and events in the Mahabharata, the paper demonstrates that ethical decision-making is often complex and ambiguous, where even the fulfillment of duty can generate moral dilemmas. Similarly, drawing upon the philosophical teachings of the Bhagavad Gita, it explains how individuals – and in the modern context, states – can confront such crises through self-awareness, restraint, and detachment from the fruits of action.

The analysis reveals that although Iran, Israel, and the United States justify their actions on the grounds of national security and strategic responsibility, these positions frequently come into conflict with broader humanitarian values. Civilian casualties, destruction of infrastructure, and the cycle of retaliatory violence reflect a breakdown of sāmānya dharma, even as claims of upholding svadharma persist.

By comparing this contemporary conflict with the moral dilemmas of the Kurukshetra war, the paper argues that justice cannot be achieved solely through the performance of duty if it is not aligned with universal ethical principles. Ultimately, the study suggests that the resolution of such conflicts lies not in abandoning duty, but in its ethical reconfiguration – where restraint, responsibility, and a commitment to the greater good play a crucial role.

Thus, the paper demonstrates that ancient Indian ethical philosophy remains highly relevant in analyzing contemporary global conflicts.

Keywords: Dharma, Nishkama Karma, Iran, Israel, United States, Ethics

সংঘাত, নৈতিকতা এবং মানবিক দ্বিধার পুনর্বিবেচনা:

সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে যুদ্ধ আর কেবল সীমান্ত বা ভূখণ্ডের প্রশ্ন নয়; এটি ক্রমশ নৈতিকতার এক জটিল পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তির উন্নতি, অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ এবং বৈশ্বিক শক্তির পুনর্বিন্যাস— এই সবকিছু মিলিয়ে যুদ্ধ এখন শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যম নয়, বরং একটি গভীর নৈতিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ।

২০২৬ সালের ইরান–ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত এই বৃহত্তর বাস্তবতার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। এই সংঘাতকে যদি শুধুমাত্র সামরিক বা কূটনৈতিক পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অদৃশ্য

থেকে যায়— তা হলো এর নৈতিক মাত্রা। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব অবস্থানকে ন্যায্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই ন্যায্যতার ভিত্তি কতটা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য—এই প্রশ্নটি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়।

এইখানেই ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার ধর্ম ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জাম হিসেবে সামনে আসে। ধর্ম কেবল ধর্মীয় আচরণ বা বিশ্বাসের বিষয় নয়; এটি এমন একটি নৈতিক কাঠামো, যা ব্যক্তি, সমাজ এবং বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করতে চায়। বিশেষ করে মহাভারত এবং ভগবদ্ গীতা-তে ধর্মের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তা আমাদের শেখায় যে নৈতিকতা কখনোই সরল নয়; বরং এটি প্রায়ই দ্বন্দ্বপূর্ণ এবং পরিস্থিতিনির্ভর।[১]

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো এই জটিল সংঘাতকে ধর্মের আলোকে পুনর্বিবেচনা করা। এখানে আমি যুক্তি দেখাতে চাই যে ইরান–ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত মূলত স্বধর্ম এবং সামান্য ধর্ম-এর মধ্যে একটি গভীর দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। এই দ্বন্দ্ব শুধু তাত্ত্বিক নয়; এটি বাস্তব জীবনে হাজার হাজার মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে।

ধর্মের ধারণাগত জটিলতা: একটি গভীর বিশ্লেষণ:

ধর্মকে যদি আমরা এক কথায় সংজ্ঞায়িত করতে চাই, তাহলে বলা যায়—এটি এমন একটি নীতি যা "ধরে রাখে"। কিন্তু এই সংজ্ঞা যথেষ্ট নয়। বাস্তবে ধর্ম একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা বিভিন্ন স্তরে কাজ করে।[২]
প্রথমত, ধর্মের একটি অস্তিত্বগত (ontological) দিক রয়েছে। এটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সূর্যের উদয়, ঋতুর পরিবর্তন— সবকিছুই এক ধরনের ধর্ম অনুসরণ করে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মের একটি সামাজিক দিক রয়েছে। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, এবং সেই ভূমিকা অনুযায়ী তার কিছু কর্তব্য আছে। এই কর্তব্য পালন করাই তার ধর্ম।
তৃতীয়ত, ধর্মের একটি নৈতিক দিক রয়েছে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি নির্ধারণ করে কোন কাজটি সঠিক এবং কোনটি ভুল।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— এই তিনটি স্তর সবসময় একসঙ্গে কাজ করে না। অনেক সময় ব্যক্তিগত কর্তব্য এবং সর্বজনীন নৈতিকতার মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি হয়। এই সংঘর্ষই ধর্মের সবচেয়ে জটিল দিক।

স্বধর্ম: কর্তব্যের সীমা এবং সম্ভাবনা

স্বধর্ম এমন একটি ধারণা, যা ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থান এবং ভূমিকার সঙ্গে যুক্ত। এটি মূলত "আমি কে?" এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে। একজন সৈনিকের জন্য যুদ্ধ করা স্বধর্ম হতে পারে। একটি রাষ্ট্রের জন্য নিজের নিরাপত্তা শীত করা স্বধর্ম।

এই ধারণাটি শুনতে খুবই যৌক্তিক। কারণ যদি সবাই নিজের কর্তব্য পালন করে, তাহলে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। কিন্তু সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন এই কর্তব্য অন্য কারও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে, যদি একটি রাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তার জন্য অন্য একটি রাষ্ট্রে আক্রমণ চালায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে—এটি কি সত্যিই ন্যায়সঙ্গত?

সামান্য ধর্ম: সর্বজনীন নৈতিকতার দাবি

স্বধর্মের বিপরীতে সামান্য ধর্ম একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এটি বলে যে কিছু নৈতিক নীতি আছে, যা সব পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। যেমন:

- নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা ভুল
- অন্যায়ভাবে ক্ষতি করা ভুল

- সহমর্মিতা এবং ন্যায় বজায় রাখা উচিত

এই নীতিগুলি কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলি সর্বজনীন। কিন্তু বাস্তবে, এই নীতিগুলি অনুসরণ করা সবসময় সহজ নয়।

মহাভারত: নৈতিকতার এক জটিল প্রতিচ্ছবি

মহাভারত আমাদের দেখায় যে বাস্তব জীবনে ধর্ম অনুসরণ করা কতটা কঠিন। ভীষ্ম, কর্ণ, যুধিষ্ঠির—প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—মহাভারত কোনো সহজ সমাধান দেয় না। এটি আমাদেরকে ভাবতে বাধ্য করে।
মহাভারত ধর্মের জটিলতা বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এখানে বলা হয়েছে—"ধর্ম সূক্ষ্ম"।[৩] অর্থাৎ, ধর্ম সবসময় স্পষ্ট নয়; এটি প্রায়ই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। ভীষ্ম, কর্ণ এবং যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ান, কর্ণ বন্ধুত্বের কারণে নৈতিক দ্বিধায় পড়েন, যুধিষ্ঠির সত্যবাদী হলেও কখনও কখনও আপোস করেন। এই উদাহরণগুলি দেখায় যে, স্বধর্ম পালন করলেই তা ন্যায়সঙ্গত হয় না।[৪]

গীতা: নৈতিকতা না কি যুক্তিকরণ?

গীতার শিক্ষা অনেক সময় দ্ব্যর্থক মনে হতে পারে। একদিকে এটি নিঃস্বার্থ কর্মের কথা বলে। অন্যদিকে এটি যুদ্ধকে ন্যায্যতা দেয়। এই দ্বৈততা আসলে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে তুলে ধরে—এটি কখনোই একমুখী নয়। ভগবদ্ গীতা ধর্মের একটি গভীর দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রদান করে। অর্জুনের দোটানা—যুদ্ধ করা উচিত কি না— একটি সার্বজনীন নৈতিক প্রশ্ন। কৃষ্ণ তাকে বলেন; নিজের স্বধর্ম পালন করতে, ফলের প্রতি আসক্ত না হতে (নিষ্কাম কর্ম), নৈতিক সচেতনতা বজায় রাখতে। এই ধারণাগুলি কর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করে।[৫]

সমকালীন সংঘাতের বিশ্লেষণ: বাস্তবতার মুখোমুখি

ইরান–ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই: প্রত্যেক পক্ষই নিজেদের ন্যায়ের পক্ষে মনে করে। কিন্তু এই ন্যায়ের ধারণা একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। ইসরায়েলের দাবি তারা আত্মরক্ষার জন্য লড়ছে, যুক্তরাষ্ট্রের তারা বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে লড়ছে, আর ইরানের দাবি তারা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য লড়ছে। এই অবস্থানগুলি আংশিকভাবে গীতার স্বধর্ম ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু বাস্তবে: বেসামরিক মানুষের মৃত্যু, অবকাঠামোর ধ্বংস, অর্থনৈতিক সংকট– এই সবই সামান্য ধর্মের পরিপন্থী।[৬]

নৈতিক দ্বন্দ্বের গভীরতা: একটি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি

এই সংঘাতকে যদি আমরা ধর্মের আলোকে দেখি, তাহলে এটি একটি ক্লাসিক উদাহরণ: স্বধর্ম বনাম সামান্য ধর্ম। এখানে কোনো সহজ সমাধান নেই। এই সংঘাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়: উভয় পক্ষ নিজেদের ন্যায়ের পক্ষে মনে করে,কিন্তু ফলাফল ধ্বংসাত্মক। মহাভারত দেখায় যে, নৈতিক দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করলে বিপর্যয় ঘটে।[৭]

গভীর বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা এবং সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা:

কুরুক্ষেত্র থেকে মধ্যপ্রাচ্য: ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নাকি নৈতিক ব্যর্থতা?

যদি আমরা একটু ভিন্নভাবে ভাবি, তাহলে একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য চোখে পড়ে— কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের মধ্যে। অবশ্যই, সময়, প্রেক্ষাপট এবং প্রযুক্তি সম্পূর্ণ আলাদা; কিন্তু নৈতিক কাঠামোর দিক থেকে কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়।

কুরুক্ষেত্রে: উভয় পক্ষই নিজেদের ন্যায়ের পক্ষে মনে করেছিল।যুদ্ধকে অনিবার্য বলে মনে করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

আজকের ইরান–ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতে: প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজেদের ন্যায্য মনে করে। যুদ্ধকে প্রায়ই "প্রয়োজনীয়" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। মানবিক সম্পর্কের চেয়ে কৌশলগত স্বার্থ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে— আমরা কি ইতিহাস থেকে কিছুই শিখিনি, নাকি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই শিক্ষাকে উপেক্ষা করছি? মহাভারতের শেষে আমরা দেখি—যুদ্ধের ফলাফল কোনো পক্ষের জন্যই সত্যিকারের জয় নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আধুনিক সংঘাতগুলিও হয়তো একই পথে এগোচ্ছে।

রাষ্ট্রের নৈতিকতা বনাম ব্যক্তির নৈতিকতা: একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য:

ধর্মের আলোচনায় একটি বিষয় প্রায়ই উপেক্ষিত হয়— ব্যক্তিগত নৈতিকতা এবং রাষ্ট্রের নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য। একজন ব্যক্তি সরাসরি নিজের কাজের জন্য দায়ী, নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যক্তিগতভাবে বাধ্য। কিন্তু একটি রাষ্ট্র: একটি জটিল প্রতিষ্ঠান, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বহু স্তরে এবং প্রায়ই নৈতিকতার চেয়ে কৌশলগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই কারণে, গীতার শিক্ষা সরাসরি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সবসময় সহজ নয়।

অর্জুনের দ্বিধা ছিল ব্যক্তিগত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি কাঠামোগত এবং প্রায়ই রাজনৈতিক। এখানে একটি বড় সমস্যা তৈরি হয়— রাষ্ট্র যখন "স্বধর্ম" অনুসরণ করে, তখন সেটি অনেক সময় নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করে ফেলে, কারণ সেই সিদ্ধান্তে মানবিক অনুভূতি সরাসরি কাজ করে না।

যুদ্ধের ভাষা: "প্রতিরক্ষা" নাকি "আক্রমণ"?

আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি সাধারণ প্রবণতা হলো—প্রত্যেক পক্ষ তাদের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপকে "প্রতিরক্ষা" হিসেবে উপস্থাপন করে। ইসরায়েল বলে— এটি আত্মরক্ষা। যুক্তরাষ্ট্র বলে— এটি বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্য। ইরান বলে— এটি প্রতিরোধ এবং প্রতিশোধ। এই ভাষাগত পরিবর্তনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ: "আক্রমণ" শব্দটি নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ আর "প্রতিরক্ষা" শব্দটি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য। এইভাবে, ভাষার মাধ্যমে নৈতিকতা পুনর্গঠন করা হয়।

গীতার আলোকে যদি আমরা দেখি, তাহলে প্রশ্ন ওঠে— কোন কাজটি সত্যিই কর্তব্য, আর কোনটি শুধু কর্তব্যের নামে যুক্তিকরণ?

নিষ্কাম কর্ম: আদর্শ না কি বাস্তবের বাইরে?

গীতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো নিষ্কাম কর্ম— অর্থাৎ ফলের প্রতি আসক্তি ছাড়া কাজ করা। এটি একটি অত্যন্ত উচ্চ নৈতিক আদর্শ। কিন্তু প্রশ্ন হলো— এটি কি বাস্তবে সম্ভব? একজন রাষ্ট্রনায়কের ক্ষেত্রে: তিনি সবসময় ফল নিয়ে ভাববেন তার সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব থাকবে। এই কারণে, নিষ্কাম কর্মের ধারণাটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন। তবে এটিকে সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক বলা যায় না। এটি একটি নৈতিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করতে পারে: ব্যক্তিগত স্বার্থ কমানো, অহংকার কমানো, প্রতিশোধের পরিবর্তে যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

ভয়, প্রতিশোধ এবং অহংকার: আধুনিক যুদ্ধের চালিকাশক্তি

গীতায় কৃষ্ণ বারবার বলেন—মানুষের কর্ম তিনটি জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হয়: কাম (ইচ্ছা), ক্রোধ (রাগ), লোভ (লোভ)। আধুনিক সংঘাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: রাষ্ট্রগুলি প্রায়ই ভয়ের কারণে আক্রমণ করে। প্রতিশোধের মানসিকতা সংঘাতকে বাড়িয়ে তোলে। শক্তি প্রদর্শনের ইচ্ছা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আধুনিক যুদ্ধ অনেকটাই গীতার "অধর্ম"-এর লক্ষণ বহন করে।

ধর্মের অপব্যবহার: নৈতিকতার নামে সহিংসতা

একটি বিপজ্জনক প্রবণতা হলো— ধর্ম বা নৈতিকতার ধারণাকে ব্যবহার করে সহিংসতাকে ন্যায্যতা দেওয়া। ইতিহাসে আমরা বহুবার দেখেছি: ধর্মের নামে যুদ্ধ, ন্যায়ের নামে দমন, নিরাপত্তার নামে আক্রমণ। এই প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে— ধর্ম কি সত্যিই যুদ্ধকে সমর্থন করে, নাকি আমরা ধর্মকে ব্যবহার করি যুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য? মহাভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি একটি গুরুতর নৈতিক বিপদ।

মানবিক ক্ষতি: ধর্মের চূড়ান্ত পরীক্ষা

যে কোনো যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো—এর ফলে সাধারণ মানুষের কী ক্ষতি হচ্ছে? ইরান–ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতে: হাজার হাজার মানুষ নিহত, শিশু এবং নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত। এই বাস্তবতা ধর্মের আলোকে একটি কঠিন প্রশ্ন তোলে: যদি কোনো কাজ এত মানুষের ক্ষতি করে, তাহলে সেটি কি সত্যিই ধর্মসঙ্গত হতে পারে?

গীতার আলোকে বলা যায়— কর্মের উদ্দেশ্য যতই ভালো হোক, যদি তা বৃহত্তর অন্যায় সৃষ্টি করে, তাহলে তা প্রশ্নবিদ্ধ।

কূটনীতি বনাম যুদ্ধ: ধর্ম কোন পথকে সমর্থন করে?

ধর্ম কখনোই সরাসরি যুদ্ধকে প্রথম বিকল্প হিসেবে সমর্থন করে না। মহাভারতে: যুদ্ধের আগে বহুবার শান্তির চেষ্টা করা হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আধুনিক বিশ্বে প্রশ্ন ওঠে— আমরা কি যথেষ্ট চেষ্টা করছি সংঘাত এড়ানোর জন্য? নাকি যুদ্ধকে খুব দ্রুত গ্রহণ করছি?

একটি অস্বস্তিকর সত্য: কখনো কি "ন্যায়যুদ্ধ" সম্ভব?

এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অস্বস্তিকর। ধর্মের আলোকে: কিছু পরিস্থিতিতে যুদ্ধ অনিবার্য হতে পারে, কিন্তু সেটি সবসময় শেষ বিকল্প হওয়া উচিত। সমস্যা হলো—আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধ প্রায়ই প্রথম দিকের বিকল্প হয়ে ওঠে।

ধর্ম এবং ক্ষমতার রাজনীতি: একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্মের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো—এটি ক্ষমতার রাজনীতির মধ্যে প্রয়োগ করা কঠিন। কারণ: ক্ষমতা প্রায়ই নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শক্তিশালী রাষ্ট্র নিজেদের নৈতিকতা তৈরি করে। এই বাস্তবতায় ধর্ম একটি আদর্শ হিসেবে থাকে, কিন্তু বাস্তবে তা প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব: আধুনিক অর্জুন কোথায়?

সবশেষে একটি প্রশ্ন: আধুনিক বিশ্বে কি কোনো অর্জুন আছে? কেউ কি সত্যিই যুদ্ধের আগে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে— "এটি কি সঠিক?" নাকি সিদ্ধান্তগুলো এত দ্রুত এবং কৌশলগতভাবে নেওয়া হয় যে এই প্রশ্নগুলোর কোনো জায়গা নেই?

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন, দার্শনিক তুলনা এবং উপসংহার

ধর্ম বনাম পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শন: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এই পর্যায়ে এসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে— ধর্মের এই নৈতিক কাঠামো কি একেবারেই অনন্য, নাকি এটি অন্যান্য নৈতিক দর্শনের সঙ্গে তুলনীয়? যদি আমরা পাশ্চাত্য নৈতিক তত্ত্বগুলির দিকে তাকাই, তাহলে তিনটি প্রধান ধারা দেখা যায়:

১. দায়িত্বমূলক নৈতিকতা (Deontology): এই তত্ত্ব, বিশেষত ইমানুয়েল কান্ট-এর দর্শন, বলে যে, নৈতিকতা নির্ভর করে নিয়ম এবং কর্তব্যের উপর। কিছু কাজ সবসময় সঠিক বা ভুল। এখানে ধর্মের সঙ্গে একটি মিল আছে—উভয়ই কর্তব্যকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু পার্থক্য হলো: কান্টের নৈতিকতা স্থির এবং সার্বজনীন। ধর্ম প্রেক্ষাপটনির্ভর এবং পরিবর্তনশীল অর্থাৎ, ধর্ম বেশি নমনীয়।

২. ফলমূলক নৈতিকতা (Utilitarianism): এই তত্ত্ব বলে, যে কাজ বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য বেশি ভালো ফল বয়ে আনে, সেটিই সঠিক। আধুনিক রাষ্ট্র প্রায়ই এই যুক্তি ব্যবহার করে: "আমরা কিছু ক্ষতি করছি, কিন্তু বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য"। কিন্তু ধর্ম এই যুক্তিকে পুরোপুরি গ্রহণ করে না। কারণ: ধর্ম শুধু ফল নয়, কর্মের নৈতিকতাকেও গুরুত্ব দেয়। "ভালো ফল" যদি অন্যায় উপায়ে আসে, তাহলে তা প্রশ্নবিদ্ধ।

৩. গুণগত নৈতিকতা (Virtue Ethics): অ্যারিস্টটলের দর্শন অনুযায়ী, নৈতিকতা নির্ভর করে চরিত্র এবং গুণের উপর। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। গীতায় আত্মসংযম, জ্ঞান, অহংকারহীনতা এই সবই নৈতিকতার অংশ।

ধর্মের এই নমনীয়তা আধুনিক সমস্যার জন্য উপযোগী।[৮]

তুলনার সারসংক্ষেপ

ধর্মের বিশেষত্ব হলো, এটি একাধিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্রিত করে। এটি কঠোর নয়, আবার সম্পূর্ণ আপেক্ষিকও নয়। এটি ব্যক্তি, সমাজ এবং বিশ্ব— সব স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই কারণে, ধর্ম আধুনিক জটিল সমস্যাগুলির জন্য একটি কার্যকর কাঠামো হতে পারে।

সমকালীন সংঘাতের গভীর নৈতিক মূল্যায়ন: একটি পুনর্বিবেচনা

এখন আমরা আবার মূল প্রশ্নে ফিরে আসি— ইরান–ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতকে ধর্মের আলোকে কীভাবে মূল্যায়ন করা যায়? প্রথমত: এটি স্বধর্মের সংঘাত। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব কর্তব্য পালন করছে বলে দাবি করে: নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, সার্বভৌমত্ব– এই দৃষ্টিকোণ থেকে, তাদের কাজ আংশিকভাবে যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয়ত: এটি সামান্য ধর্মের ব্যর্থতা। যখন আমরা বৃহত্তর চিত্র দেখি: সাধারণ মানুষের মৃত্যু, ধ্বংস, ভয়; তখন স্পষ্ট হয়— সামান্য ধর্ম উপেক্ষিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: এটি নৈতিক ভারসাম্যের অভাব। ধর্মের মূল শিক্ষা হলো—ভারসাম্য। এই সংঘাতে স্বধর্ম অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে, সামান্য ধর্ম উপেক্ষিত হয়েছে। এই অসমতা থেকেই সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: দায়িত্ব কার?

এই ধরনের সংঘাতে দায়িত্ব নির্ধারণ করা খুব কঠিন। কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতারা দায়ী? নাকি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা? নাকি আমরা সবাই, যারা এই ঘটনাগুলি দেখেও চুপ থাকি? ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকেরই একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে, এটি একটি অস্বস্তিকর সত্য।

নৈতিক কল্পনা (Moral Imagination): ধর্মের একটি উপেক্ষিত দিক

ধর্ম শুধু নিয়ম বা কর্তব্য নয়; এটি কল্পনাশক্তির সঙ্গেও যুক্ত। নৈতিক কল্পনা বলতে বোঝায়: অন্যের অবস্থান কল্পনা করতে পারা নিজের সিদ্ধান্তের প্রভাব বুঝতে পারা। যদি রাষ্ট্রগুলি এই ক্ষমতা ব্যবহার করত তাহলে যুদ্ধ কম হতে পারতো, সহমর্মিতা বাড়তো।

সম্ভাব্য সমাধান: ধর্ম কি পথ দেখাতে পারে?

ধর্ম কোনো সরল সমাধান দেয় না, কিন্তু কিছু নির্দেশনা দেয়– ১. সংযম (Restraint):শক্তি থাকা মানেই তা ব্যবহার করা নয়। ২. কূটনীতি (Dialogue): সংঘাত এড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। ৩. মানবিকতা (Compassion): সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মানুষের কথা ভাবা। ৪. আত্মসমালোচনা (Self-reflection): নিজের কাজের নৈতিকতা প্রশ্ন করা।

শেষ বিশ্লেষণ: ধর্ম কি বাস্তবসম্মত, নাকি আদর্শবাদী?

এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমালোচকরা বলতে পারেন ধর্ম খুবই আদর্শবাদী, বাস্তবে এটি প্রয়োগ করা কঠিন। এই সমালোচনার কিছু সত্যতা আছে। কিন্তু আদর্শ ছাড়া নৈতিকতা সম্ভব নয় এবং নৈতিকতা ছাড়া মানবসভ্যতা টিকে থাকতে পারে না।

উপসংহার: একটি অসমাপ্ত প্রশ্ন

এই প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে: ধর্ম একটি জটিল কিন্তু শক্তিশালী নৈতিক কাঠামো। এটি আধুনিক সংঘাত বিশ্লেষণে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এর প্রয়োগ সহজ নয়। ইরান–ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত আমাদের একটি কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়: আমরা কি সত্যিই নৈতিকভাবে কাজ করছি, নাকি শুধু নিজেদের কাজকে ন্যায্য প্রমাণ করার চেষ্টা করছি? মহাভারত আমাদের শেখায়— যুদ্ধের শেষে কেউ সত্যিকারের জয়ী হয় না। ভগবদ্ গীতা আমাদের শেখায়— কর্ম করতে হবে, কিন্তু সচেতনভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, এই শিক্ষাগুলি কেবল তখনই অর্থবহ হবে, যখন আমরা সেগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করার সাহস দেখাব।

চূড়ান্ত সমাপ্তি

সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল বাস্তবতায় ধর্ম একটি সহজ উত্তর দেয় না; বরং এটি আমাদের কঠিন প্রশ্ন করতে শেখায়। এই প্রশ্নগুলিই প্রকৃত নৈতিকতার সূচনা। যদি আমরা সত্যিই একটি ন্যায়ভিত্তিক বিশ্ব গড়তে চাই, তাহলে শুধু শক্তি নয়, আমাদের প্রয়োজন নৈতিক সাহস— এবং হয়তো, সেটিই আজকের বিশ্বের সবচেয়ে বড় অভাব।

তথ্যসূত্র :

1. Radhakrishnan, S. The Bhagavadgita. Harper Collins, 2008. (Page 45)
2. Hiltebeitel, Alf. Dharma: Its Early History in Law, Religion, and Narrative. Oxford University Press, 2011. (Page-12)
3. Van Buitenen, J.A.B. The Mahabharata. University of Chicago Press, 1975. (Page-112)
4. Matilal, B.K. Ethics and Epics. Oxford University Press, 2002 (Page- 89)
5. Gandhi, M.K. The Bhagavad Gita According to Gandhi. North Atlantic Books, 2009. (Page-78)
6. Reuters. "Iran-Israel Conflict." https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-war-may-push-45-million-people-into-acute-hunger-by-june-wfp-says-2026-03-17/?utm_source=chatgpt.com . Date: March 17, 2026.
7. Van Buitenen, J.A.B. The Mahabharata. University of Chicago Press, 1975. (Page- 221)
8. Walzer, Michael. Just and Unjust Wars. Basic Books, 2015. (Page- 65)

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Easwaran, Eknath. The Bhagavad Gita. Nilgiri Press, 2007.
2. Walzer, Michael. Just and Unjust Wars. Basic Books, 2015.
3. McMahan, J. (2009). Killing in War. Oxford University Press.
4. Van Buitenen, J.A.B. The Mahabharata. University of Chicago Press, 1975.
5. Matilal, B.K. Ethics and Epics. Oxford University Press, 2002
6. Radhakrishnan, S. The Bhagavadgita. Harper Collins, 2008.
7. Hiltebeitel, Alf. Dharma: Its Early History in Law, Religion, and Narrative. Oxford University Press, 2011.
8. Gandhi, M.K. The Bhagavad Gita According to Gandhi. North Atlantic Books, 2009.
9. McMahan, J. (2009). Killing in War. Oxford University Press.
10. Reuters. "Israel Strikes Iran Amid Escalating Conflict." Reuters, 2026.
11. The Washington Post. "US and Israel Military Actions in Iran." Washington Post, 2026.
12. Council on Foreign Relations. "Iran-Israel Conflict Explained." 2026.